দৈনিক বাংলা ১৬

তারিখ ... 16 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

জনমত

আমাদের দেশের ইংরেজী শিক্ষা

ক্লাস ওয়ান থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মোট বারো বছর বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজী পড়ানো হলেও আমাদের দেশের বেশীর ভাগ ছেলেমেয়ে ইংরেজীতে প্রচন্ড রকমের দুর্বল থেকে যায়। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে দেশে ও বিদেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের নানা রকম অসুবিধার সম্মুখিন হতে হয়। ইংরেজীতে কাঁচা থেকে যাওয়ার কারণ সুনির্দিষ্টভাবে বলা মুশকিল। তবে বিদেশী ভাষা-হওয়ায় এর প্রতি ভীতি থাকাই স্বাভাবিক। এই ভীতি থেকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে। কারণ আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরেজীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আমাদের দেশের স্কুল-কলেজের ইংরেজী শিক্ষাদান পদ্ধতি কতটুকু কার্যকরী সে সম্পর্কেও বিতর্ক রয়েছে। অনেকের মতেই বই-পুস্তকের সনাতন পদ্ধতি ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে খুব একটা ফলদায়ক নয়। এক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষার আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ইদানিং ইংরেজী শিক্ষার অনেক উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে এবং বিটিভির দূর শিক্ষাণে এ সম্পর্কিত একটি আধুনিক পদ্ধতি নিয়মিতভাবে দেখানো হচ্ছে। ইংরেজী শেখার সাথে সাথে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে এ ভাষা চর্চা করতে পারে সেরকম একটি পরিবেশ দরকার। বস্তুত চর্চা ছাড়া শুধুমাত্র Grammer শিখে, আর বাংলা থেকে ইংরেজী অনুবাদ করে ইংরেজী আয়ত্ব করা পুরোপুরি সম্ভব নয়। আমাদের দেশের কিছু প্রতিষ্ঠান এবং কোচিং সেন্টার অতি অল্প সময়ে ইংরেজী শিখিয়ে দেবার রমরমা বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। অনেকে মাত্র ৭ দিনে অনর্গল ইংরেজী বলতে ও লিখতে পারার ব্যর্থ প্রতিশ্রুতি দেয়। ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজীতে দুর্বল হওয়ায়ই প্রতিষ্ঠানগুলো কোচিং খুলে এই সুযোগ নিয়ে থাকে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইংরেজী ভীতি দূর করে এ বিষয়টি আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। আশা করি সরকারী কর্তৃপক্ষ এ দিকে দৃষ্টি দেবেন।

মোঃ আজিজুল হক অনু
১০৬/ সিরাজউদ্দৌলা হল
বাংলাদেশ কৃষি কলেজ
শেরেবাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।